প্রোগ্রেসিভ আর্ট প্রোডাক্‌সন্সের

নিবেদন

মধুমালতী

পরিচালনা **নীরেন লাহিড়ী** সঙ্গীত **কমল দাশগুপ্ত**

18-1-57

৺কুমার প্রমথেশ বড়ুয়ার পরিকল্পিত—

প্রোগ্রেসিভ আর্ট প্রোডাকসন্সের প্রথম নিবেদন—

মধু মালতী

প্রযোজনা ঃ যমুনা বড়ুয়া

পরিচালনা ঃ নীরেন লাহিড়ী

সংগীত পরিচালনা—কমল দাসগুপ্ত

নেপথ্য সংগীতে—সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়
প্রসুন, এ, কানন

ঃ ভূমিকায় ঃ

কাবেরী বসু, অভি ভট্টাচার্য্য, নমিতা সিংহ, বসন্ত চৌধুরী, জহর গাঙ্গুলী, নিতীশ মুখোপাধ্যায়, অমর মল্লিক, কৃষ্ণচন্দ্র দে, শিশির মিত্র, প্রীতি মজুমদার, ভানু বন্দোপাধ্যায়, নৃপতি চট্টোপাধ্যায়, ধীরাজ দাস, ভানু রায়, ভারত চৌধুরী, জে, ডি, ইরাণী প্রভৃতি।

পরিবর্দ্ধন ও সংলাপ—নিতাই ভট্টাচার্য্য

চিত্র গ্রহণ—সুহৃৎ ঘোষ

শব্দধারণ—জে, ডি, ইরাণী ও শিশির চট্টোপাধ্যায়

সম্পাদনা—রাসবিহারী সিংহ

শিল্প নির্দ্দেশ—বিজয় বসু

গীতিকার—প্রণব রায়

স্থির চিত্রগ্রহণ—ষ্টুডিও স্যাংগ্রীলা

ব্যবস্থাপনা—উমেদী গুপ্ত

রূপসজ্জা—শৈলেন গাঙ্গুলী

যন্ত্র সংগীত—সুরশী অর্কেষ্ট্রা

সহযোগী পরিচালক—প্রভাত মিত্র

প্রচার পরিচালনা—ক্যাপস্

সহকারীবৃন্দ ঃ

পরিচালনায়—সতীশ বন্দোপাধ্যায়

চিত্র গ্রহণে—শান্তি গুহ

শব্দ ধারণে—সন্তু বসু ও জগৎ দাস

সম্পাদনায়—কমল দাসগুপ্ত

শিল্প নির্দ্দেশে—অমিতাভ বর্দ্ধণ

ব্যবস্থাপনায়—নিতাই সরকার ও পরেশ দাস

রূপ সজ্জায়—নিতাই সরকার

আলোক সম্পাতে—মণ্টু সিংহ, শান্তি সরকার, হেমন্ত দাস, তারাপদ মান্না: আহাম্মদ হোসেন

ইন্দ্রপুরী ষ্টুডিওতে

আর, সি,-এ, শব্দযন্ত্রে গৃহীত ও ফিল্ম সার্ভিস ল্যাবরেটরীতে পরিস্ফুটিত

কৃতজ্ঞতা স্বীকার ঃ

মহারাজ কুমার জয়ন্তনাথ রায় (নাটোর)

ও

দি আর্মারী বন্দুক বিক্রেতা
৪ বি, ম্যাডান ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

কাহিনী

উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত শিল্পী শশধর চৌধুরী তাঁর এক শিষ্যকে খুনের হাত থেকে বাঁচাতে গিয়ে নিজেই মিথ্যা খুনের দায়ে জড়িয়ে পড়লেন। ফেরারী হওয়া ছাড়া আর গত্যান্তর রইল না।

তার সংসারে দুটী মাত্র স্নেহাস্পদ ছিল, তিন বছরের মা-হারা মেয়ে লতা, আর নির্ব্বান্ধব তরুণ শিষ্য মোহিত। মোহিতের মধ্যে তিনি দেখেছিলেন অনন্য সাধারণ প্রতিশ্রুতি। "তাই অকাতরে নিজের সমস্ত বিদ্যা ঢেলে দিয়ে তৈরী করেছিলেন তিনি তাঁর প্রিয় শিষ্যকে। ফেরারী হবার কালে মোহিতকে দিয়ে গেলেন আশীর্ব্বাদ ও তাঁর কলা-লক্ষ্মীকে রূপ দেওয়ার ভার। আর অসহায় শিশুকন্যা লতাকে রেখে গেলেন তার বন্ধু নিবারন মজুমদারের আশ্রয়ে। সবাই শশধরকে ভুলে গেলো ভুললো না সুধু নাছোড়বান্দা পুলিশ।

মোহিত আজ কৃতী, সে আজ জয়ী। রেডিও, গ্রামোফোন এবং যাবতীয় সঙ্গীত সমাজে সে আজ অদ্বিতীয়, অপ্রতিদ্বন্দ্বী।

বিপত্নীক মজুমদার লতাকে পেয়ে যেন আকাশ হাতে পেলেন। তাঁর সন্তান বাৎসল্য এতদিনে আশ্রয় খুঁজে পেল। কোলকাতার ক্লান্তিকর জীবন আর তার ভাল লাগল না। কোলকাতার ব্যবসা তুলে দিয়ে লতাকে নিয়ে ফিরে এলেন নিজের গাঁয়ে। সেখানে প্রচুর জোত-জমি করে নিয়ে পাকাপাকি ভাবে বসবাস সুরু করে দিলেন। লতার সত্য পরিচয়টা তিনি কারও কাছেই প্রকাশ করলেন না। সবাই জানলো লতা তাঁরই মেয়ে।

সেই লতা আজ বড় হয়ে আঠার বছরেরটী হয়েছে। বাড়ীতে পড়ে ম্যাট্রিক পাশ করেছে। গ্রামোফোন বাজিয়ে গান শুনে শুনে চমৎকার গাইতে শিখেছে।

মজুমদারের প্রতিবেশী নটবর দত্ত। অবস্থা স্বচ্ছল। পেশা তালুকদারী আর পেশা দাবা খেলা। একটি মাত্র ছেলে কমল। অনার্স নিয়ে বি, এ পাশ করেছে। দত্ত ছেলেকে গোলামী করতে বিদেশে পাঠাতে রাজী নয়-তাই দেশের বাড়ীতে থেকেই জমি-জমার কাজ দেখবার ভার পাকাপাকি মত তার উপর পড়েছে।

লতা আর কমল দুটীতেও খুব ভাব। ছেলেবেলা থেকেই ওরা জানে ওদের বিয়ে হবে। ফাল্গুনে বিয়ের তারিখ হয়েছে। ওরা অসীম আগ্রহে সেই মধুর লগ্নটীর অপেক্ষা করছে।

শশধর দীর্ঘ পনের বছর ধরে মাঝে মাঝে সুযোগ পেলেই পুলিশের চোখে ধুলো দিয়ে লতাকে এসে দূর থেকে দেখে যায়, তার গান শুনে যায়। মজুমদারের কাছ থেকে দু পাঁচ টাকা ভিক্ষেও নিয়ে যায়। এরকম একদিন টাকা চাইতে এসে হঠাৎ শশধর লতার

সামনা সামনি পড়ে যায়। মজুমদার বাড়ী ছিলেন না। বাড়ী ফিরে তিনি লতা ও শশধরকে আলাপ করতে দেখে স্তম্ভিত হয়ে গেলেন। লতাকে ঘরের ভিতর পাঠিয়ে দিয়ে শশধরকে এরকম হঠকারিতার জন্য তিরস্কার করলেন। কোন প্রকারে জানাজানি হয়ে গেলে শশধরত ফাঁসি কাঠে ঝুলবেই, লতারও সর্ব্বনাশ হবে। খুনীর মেয়েকে কে বিয়ে করবে? মজুমদার তাকে এক-হাজার টাকার নোটের বাণ্ডিল দিয়ে বললেন হরিদ্বারে গিয়ে সাধুর দলে গা ঢাকা দিয়ে থাকতে। রাজী হয়ে শশধর চলে যায়।

দুর্ভাগ্য বশতঃ সেইদিন রাত্রেই শশধর একহাজার টাকা সুদ্ধ চুরির সন্দেহে পুলিশের হাতে ধরা পড়ে। পুলিশ তাকে মজুমদারের কাছে নিয়ে যায়। এখানেই প্রকাশ হয়ে পড়ে শশধরের আসল পরিচয়। শশধর পুলিশের চোখে ধুলো দিয়ে পালিয়ে যায়, পুলিশ তাকে অনুসরণ করে।

লতার আসল পরিচয় জেনে দত্ত আর তাকে ছেলের সঙ্গে বিয়ে দিতে রাজী হন না। হাজার ইচ্ছা থাকলেও কমল বাবার ইচ্ছার বিরুদ্ধে যেতে সাহসী হ'ল না।

কমলের নীরব প্রত্যাখ্যান লতাকে অত্যন্ত আঘাত দিল। শুধু মাত্র একটি এটাচি কেসে কিছু টাকা সম্বল করে চুপে চুপে একা সে রেল ষ্টেশনে এসে হাজির হয়। সে ঠিক করে ফেলেছে কলকাতা গিয়ে মোহিত রায়ের শিষ্যা হয়ে সে গান শিখবে।

কলকাতা যাওয়ার শেষ ট্রেন তখন চলে গেছে। রাতে একা ষ্টেশনে বসে থাকা নিরাপদ নয়। অনেক ভেবে উল্টো দিকের গাড়ীর একটা ফার্ষ্ট ক্লাশ কামরায় উঠে পড়ল।

মোহিত সেই গাড়ীতেই যাচ্ছিল বাইরের এক রেডিও ষ্টেশনে গাইবার জন্য। অল্প আলাপেই মোহিত বুঝে নিল বাইরের কঠিন দুনিয়ার কোন অভিজ্ঞতা নেই এ মেয়েটির। আশ্চর্য্য হয়ে সে শুনলো মেয়েটী রেকর্ডের গান থেকে তাকেই গুরু বলে মেনে নিয়েছে। নিজের পরিচয় গোপন রেখে লতাকে মোহিত সঙ্গে করে নিলো।

কলকতায় যখন তারা ফিরে এলো তখন কিন্তু লতা জেনে ফেলেছে এই লোকটাই তার মানস গুরু মোহিত রায়। লতা মোহিতকে প্রণাম করলো। আর মোহিতের বাড়ীতেই রয়ে গেল।

তার পর আনুষ্ঠানিক ভাবে সুরু হল লতার সঙ্গীত-বিদ্যা মোহিত তার সমস্ত বিদ্যা উজার করে দিয়ে লতাকে তৈরী করে তুল্‌ল।

মোহিত একদিন লিভারের যন্ত্রনায় অস্থির হয়ে এক বিশেষজ্ঞ ডাক্তার দেখালো। ডাক্তার রায় দিলেন—এ রোগের চিকিৎসা নেই, পরমায়ু আর এক বছরও হতে পারে—ছ'মাসও হতে পারে।

তা হোক্, মোহিতের দুঃখ নেই। কিন্তু যাবার আগে লতাকে সঙ্গীতে সরস্বতী উপাধি পাইয়ে দিয়ে তাকে সঙ্গীত জগতে প্রতিষ্ঠিত করে দিতে হবে। তারপর আসুক তার উচ্ছৃঙ্খলতার বিচার।

লতার পোষাকী নাম ছিল মালতী। মোহিত তাকে বাড়িয়ে একটি মধুর রাগিনীর নামে মিলিয়ে ওর নাম রাখলে "মধুমালতী"। লতাকে মধুমালতী রূপে রূপায়িত করা হয়ে উঠল মোহিতের অহোরাত্রের ধ্যান।

আর লতা ঠিক লতার মতই মোহিতকে আশ্রয় করে আকাশে হাত বাড়িয়েছে। সে মোহিতকে ভালবেসেছে—জেনে নিয়েছে এই নিরাপদ আশ্রয় তার চিরদিনের।

তারপর একদিন সত্যই লতা সরস্বতী উপাধি পেল। তার সম্বর্ধনা সভায় সে গাইতে বসেছে। এমন সময় শ্রোতাদের মধ্যে থেকে একজন তাকে জব্দ করবার জন্য একটা কঠিন রাগিনীর ফরমায়েস করলো। লতার হয়ে মোহিত অক্ষমতা প্রকাশ করলো। কিন্তু সভার এককোণ থেকে সোজা উঠে দাঁড়ালেন ছিন্নবেশ শশধর চৌধুরী। বললেন, অনুমতি পেলে তিনিই গাইবেন ও রাগিনী। এগিয়ে গেলেন মঞ্চের দিকে। লতা আর মোহিতের মাঝখানে বসে ধরলেন সেই কঠিন তান। তার সঙ্গে সুর মিলিয়ে শেষবারের মত গাইলো তার প্রিয় শিষ্য আর কন্যা। অভুক্ত ভগ্ন শরীরে সেই কঠিন রাগিনী তোলার ধকল তার সইলো না, গানের শেষে সেইখানেই পড়ে গেলেন। পুলিশের এতদিনের অনুসন্ধান তিনি মরে ব্যর্থ করে দিলেন।

বাবার মৃত্যুতে লতা ভেঙ্গে পড়ল। কমল এলো তাকে দেশে ফিরিয়ে নিতে। মজুমদার মৃত্যুশয্যায় তাকে বার বার দেখতে চাইছে। লতা দ্বিধায় পড়ল। খানিকটা ভাববার সময় নিয়ে কমলকে সে ফিরিয়ে দিলো। মোহিত এদের কথাবর্তা দূর থেকে শুনছিলো। সে এসে কিন্তু কমলকে নিশ্চিত আশ্বাস দিলো যে লতা ফিরে যাবে।

মোহিত তার কর্ত্তব্য ঠিক করে ফেলেছে। মৃত্যুর পরোয়ানা যার হাতে এসে পৌছে গেছে তার পক্ষে উচিত নয় একটি মুগ্ধা তরুণীর সুন্দর জীবনকে নিয়ে ছেলে-খেলা করা।

এ মোহ-পাশ থেকে লতাকে তার উদ্ধার করতেই হবে। সত্যিকার ভালবেসেছে বলেইত আজ আর লোক দিয়ে প্রিয়জনের সর্ব্বনাশ ডেকে আনবে না, ত্যাগ দিযে তাকে বাঁচিয়ে তুলবে।

মজুমদার তখন মৃত্যু শয্যায়। লতাকে একটিবার মাত্র দেখবার জন্যই বুঝি তখনও বেঁচে ছিলেন। লতা আর কমলকে আশীর্ব্বাদটুকু করেই তিনি চোখ বুজলেন!

শ্রাদ্ধ শান্তি চুকে গেলো। অভিভাবকশূন্য মেয়ে, তাই দত্ত মশাই গরজ করেই কমলের সঙ্গে তার বিয়ের দিন ঠিক করে ফেললেন।

মোহিতের কাছেও বিয়ের নিমন্ত্রণ চিঠি এলো। জীবন থেকে মধুমালতী চলে গেছে—দিনও ফুরিয়ে আসছে। মধুমালতী আর আসবে না প্রাণে, সুর আসবে না কণ্ঠে! তবে আর কেন! এবার ভেসে পড় নিরুদ্দেশের যাত্রায়। কিন্তু তার আগে প্রিয় তানপুরাটা দিয়ে যেতে হবে মধু মালতীর বিয়ের উপহার।

গানের সাগরেত মিশিরজীকে তুলে দিলে তানপুরাটা লতাকে দিয়ে আসবার জন্য। দেবার সময় চোখ ছলছলিয়ে উঠলো—গলায় কান্না কেঁপে উঠলো। মিশিরজী সব বুঝলেন।

মিজিরজী তানপুরা নিয়ে চললেন বিয়ে বাড়ীর দিকে। আর মোহিত রাত্রের গাড়ীতে রওনা হল অনির্দ্দিষ্ট পথে। মোহিতের এ অনির্দ্দিষ্টের যাত্রা কোথায় শেষ হ'ল?

সঙ্গীত

মোহিতের গান ঃ

মোর আঁধারের পারে তুমি প্রভাতী তারা
স্বপনচারিনী ওগো মানসী আমার
শিল্পীর ধ্যানে তব চির অভিসার
গোপন চারিনী ওগো মানসী আমার
তুমি যে রয়েছ প্রিয়া জানি জানি
মোর বেদনার শতদলে বীণাপানি
তুমি ছাড়া এ জীবনে কি আছে চাওয়ার
স্বপনচারিণী ওগো মানসী আমার।

লতার গান ঃ

মোর তন্দ্রাহারানো রাতে
আমার ভুবণ মাঝে অজানা হে সুন্দর
তব ডাক শুনি বাজে।
জানা অজানার পারে মন চলেঅভিসারে
তটিনীর বুকে যেন সাগরের তৃষ্ণা রাজে।
আমার ভুবন হায়,
মাধুরীতে ছেয়ে যায়,
হৃদয় সাজিতে চায়
যেন নববধূ সাজে।

মোহিতের গান ঃ

অসীম আকাশ পূণ্য হয়েছে
হারায়ে একটি চাঁদে
তাই সে আঁধারে তার :য়তারায় কাঁদে
হারায়ে একটি চাঁদে

ফুল ফোটা শেষ পাখীরা ভুলেছে গান
বাঁশী থেমে গেছে বসন্ত অবসান
ক্রন্দসী রাতি মৌন ব্যথায়
লুটায়েছে অবসাদে
তাই সে আঁধারে তারায় তারায় কাঁদে
হারায় একটি চাঁদে॥

মোহিতের গান ঃ

মধুর করেছ তুমি আমার ভুবন খানি
মধু মালতী
ফাগুনের বাঁশী বলে জানিগো
তোমার জানি মধুমালতী

মোর সুরের মাধুরী দিয়া ধরেছি
তোমারে প্রিয়া
আমার মানস লোকে তুমি যে স্বপন রাণী
মধুমালতী
সপ্ত সুরের বীণা ঘিরিয়া তোমারে
গুঞ্জরে অলিসম মধুর ঝঙ্কারে
নবরাগে বেজে ওঠে হৃদয়ের যত বাণী
মধুমালতী ।

মোহিত ও লতার গান ঃ

মুখ মোড় মোড় মুস্কাত যাত
অত ছবিলী নার চলি পত সঙ্গত
কঁহু কী আঁখিয়া রসিলী মন ভায়ী
য বিধ সুন্দর ওয়া উথলায়ী
চলি যাত সব সখিয়া সাত ॥

লতার গান—

বশীয়া কাহে কো বজায়ী
মোরা মোয়্যত নিদিয়া জগাই
বন্‌সীকী ধুন শুনি জীয়া নহি মানে
সখী হার গয়ি সম্‌ঝায়ী ॥

মোহিতের গান ঃ

শেষ হল মধুরাতি, দীপ নিভে যায়
তবুও সুরের রেশ জড়ায়ে আছে
অলস বীণায় ।
গানখানি শেষহোল
এবারে দুয়ার খোল
চোখে যদি জল আসে
বোলনা বিদায়
শুধু মনে রেখো মোরা যেন দুটী মুসাফির
জীবনের পান্থশালায়

লতা ও মোহিতের গান ঃ

শ্যাম নহী আয়ে, মোহেকল না পড়ে
সগরি রয়ন মোহে, তড়পত বিতী
সদারঙ্গ পিয়াকো কোই কহে যায়
শ্যাম নহী আয়ে ॥

মিসিরজীর গান ঃ

বিন পিয়া পিয়ারে বাঁধু ক্যায়সে ধীর
যবসে নেহা লগি লালন সে
শীতল হো গয়ে শরীর ।

লতা ও মোহিতের গান ঃ

মুরলী কৌন গুমান ভরিরে
বনমে কেঁওন জ্যারিরে
ধরম করম যাত কুছ নাহি তেরো
আথির বন লকড়িরে

শশধর, মোহিত ও লতার গান ঃ

বনরা মোরা পেয়ারা ব্যাহন আয়া
ছয়েল ছবিলা ল্যাড্‌লা রঙ্গিলা
ভুখন হার চামেলী বেলা
কঙ্কণা হাথ সজিলা
সজনা বিন্ ভই নিরাশ হুঁ
কহো সখি কিস বিধ পাঁউ দরশয়
কহত নয়িকা অপনে জিয়াকো
রুজ হরিকে
দরশয় বিন্ নিশদিন তরস
সজন বিন ভই ।

———

—আসন্ন মুক্তি প্রতীক্ষায়—

অশোক কুমার

ও

বীণা রায়

অভিনীত

আনন্দ ফিল্ম এর

তালাস

পরিচালনা—ভীসরাম ভেদেকার

সঙ্গীত—সি, রামচন্দ্র

অন্যান্য চরিত্রে—অমিতা - রাজ মেহ্‌রা - জাগিরদার - ইয়াকুব

ন্যাশন্যাল আর্ট প্রেস, ১৫৭এ, ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১৩ হইতে মুদ্রিত